চলো নামাজ শিখি

মোঃ রিয়াদ হাসান

চলো নামাজ শিখি

মোঃ রিয়াদ হাসান
অধ্যয়নরত
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ
উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক নাম্বার	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ইসলামি আইনগত বিধান	০১ - ০২
০২	৫ ওয়াক্ত নামাজে রাকাতের চার্ট	০২
০৩	জুমু'আ নামাজের রাকাত	০৩
০৪	তাহাজ্জুদ	০৩ - ০৪
০৫	চাশত / সালাতুদ দুহা / সালাতুল আউয়াবীন	০৪ - ০৫
০৬	ইশরাক	০৫
০৭	নামাজের ফরজসমূহ	০৬ - ০৮
০৮	নামাজের ওয়াজিবসমূহ	০৮ - ১০
০৯	নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ	১০ - ১১
১০	সূরা ফাতিহা	১১
১১	আয়াতুল কুরসি (সূরা বাকারা – ২৫৫)	১২
১২	তাশাহহুদ	৩১ - ৩২
১৩	দরূদ	৩৩ - ৩৪
১৪	দোয়া মাসূরা	৩৫ - ৩৭
১৫	দোয়া কুনুত	৫০ - ৫১
১৬	দুই রাকাত নামাজের যাবতীয় নিয়ম	১৩ - ৩৮
১৭	চার রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ম	৩৮ - ৪২
১৮	চার রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ম	৪৩ - ৪৬
১৯	তিন রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ম	৪৭ - ৫০
২০	তিন রাকাত বিতর নামাজের নিয়ম	৫২ - ৫৫
২১	জানাজা নামাজের নিয়ম ও দোয়া	৫৬ - ৫৮
২২	ঈদের নামাজের নিয়ম	৫৯ - ৬২
২৩	নামাজের নিষিদ্ধ সময়	৬৩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ইসলামি আইনগত বিধানঃ

বিভাগ	সংজ্ঞা
ফরজ	ফরজ ওই আদেশমূলক বিধানকে বলা হয় যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং তার অকাট্যতার ওপর নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস রাখা ও আমল করা অপরিহার্য। কোনো ওজর ব্যতীত তা ত্যাগকারীকে 'ফাসিক' বলে গণ্য করা হয় এবং তার অস্বীকারকারী 'কাফির' বলে গণ্য হয়। **(উসুলে সারখসি: ১/১১০)** **ফরজ দুই প্রকার : ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া।** **ফরজে আইন:** ফরজে আইন ওই ফরজ বিধান, যার ওপর প্রত্যেক দায়িত্বশীল তথা প্রাপ্তবয়স্ক বিবেকবান মুসলিমের আমল করা অপরিহার্য। অর্থাত্ এক দলের আমলের কারণে অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হয় না, বরং দায়িত্বশীল প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক। যথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জাকাত, রমজানের রোজা ও হজ এবং প্রয়োজন পরিমাণ জরুরি দ্বীনি ইলম অর্জন ইত্যাদি। **ফরজে কিফায়া:** ফরজে কিফায়া ওই ফরজ বিধান যা প্রত্যেক দায়িত্বশীল মুসলিমের ওপর ব্যক্তিগত পর্যায়ে অপরিহার্য হয় না, বরং মুসলিম সমাজের ওপর এমনভাবে আরোপিত হয় যে এক দল মুসলিম তা সঠিকভাবে আমলের মাধ্যমে অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়, তবে কেউ তা না করলে সকলেই গোনাহগার হবে। যথা পরিপূর্ণ দ্বিনি জ্ঞানার্জন করা, সত্ কাজের আদেশ ও অসত্ কাজে বাধা প্রদান এবং মুসলিম জাতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদি।
ওয়াজিব	ওয়াজিব ওই আদেশমূলক বিধানকে বলা হয় যা অকাট্য প্রাধান্যযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং তার ওপর আমল করা অপরিহার্য। তার অকাট্যতার ওপর সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য না হলেও তার ওপর আমল করা অপরিহার্য। কোনো ওজর ব্যতীত তা ত্যাগকারী গুনাহগার হবে এবং তার অস্বীকারকারী 'ফাসিক' বলে গণ্য করা হয়, তবে 'কাফির' বলা যাবে না। যথা— বিতর নামাজ, সদকাতুল ফিতর ও কোরবানি ইত্যাদি।
সুন্নত	সুন্নত ওই আদেশমূলক বিধানকে বলা হয়, যা ফরজ-ওয়াজিবের মতো অপরিহার্য না হলেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়মিত আমল থেকে তা প্রমাণিত। **সুন্নত দুই প্রকার: সুন্নতে মুআক্কাদাহ ও সুন্নতে জায়েদা।**

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ	সুন্নতে মুআক্কাদাহ ওই সুন্নত, যার ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত এমনভাবে আমল করতেন যে তা ওজরবিহীন (বিশেষ অপারগতা) কখনো ছাড়তেন না। যথা—পুরুষরা জামাতে নামাজ পড়া, জামাতের জন্য আজান দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের ইবাদতের বিধান হলো—ওজরবিহীন নিয়মিত ছেড়ে দেওয়া গুনাহ, তবে প্রয়োজনে হঠাত্ ছাড়তে পারে। মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা হবে, তবে ফাসিক বা কাফির বলা যাবে না।
সুন্নাতে জায়েদা	সেসব সুন্নত, যার ওপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত আমল করলেও ওজরবিহীন মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিতেন। তাকে মুস্তাহাব, নফল, মানদুবও বলা হয়। তার বিধান হলো—তার ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। তবে অপ্রয়োজনে ওজরবিহীন ত্যাগকারীকে তিরস্কার করা যাবে না। যথা তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল সদকা ও নফল হজ, পরোপকার করা ও জনসেবামূলক কাজ করা ইত্যাদি। তবে এ ধরনের আমলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো আমল অন্য আমলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের মতে, মুস্তাহাব-নফলের চেয়ে সুন্নতে জায়েদা তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ। **(কাশফুল আসরার : ২/৩০২)**

সূত্রঃ https://www.dhakapost.com/religion/96443

৫ ওয়াক্ত নামাজে রাকাতের চার্ট

	সুন্নাত (আগে)	ফরজ	সুন্নাত (পরে)	নফল	বিতর	মোট রাকাত
ফযর	২ রাকাত (মুআক্কাদা)	২ রাকাত				৪ রাকাত
যোহর	৪ রাকাত (মুআক্কাদা)	৪ রাকাত	২ রাকাত (মুআক্কাদা)	২ রাকাত		১২ রাকাত
আসর	৪ রাকাত (মুস্তাহাব)	৪ রাকাত				৮ রাকাত
মাগরিব		৩ রাকাত	২ রাকাত (মুআক্কাদা)	২ রাকাত		৭ রাকাত
এশা	৪ রাকাত (গায়রে মুআক্কাদা)	৪ রাকাত	২ রাকাত (মুআক্কাদা)	২ রাকাত	৩ রাকাত (ওয়াজিব)	১৫ রাকাত

জুমু'আ নামাজের রাকাত

	সুন্নাত (আগে)	ফরজ	সুন্নাত (পরে)
জুমু'আ	মসজিদে প্রবেশ করেই ২ রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদের সুন্নত নামাজ পড়া উত্তম। এরপর ইমাম সাহেবের খুতবার আগে অবদি ২ রাকাত করে যত রাকাত ইচ্ছা কাবলাল জুমু'আর সুন্নত নামাজ পড়তে হয়।	২ রাকাত	ফরজ নামাজের পর বাদাল জুমু'আর সুন্নাত নামাজ পড়তে হয়। এক্ষেত্রে মসজিদে পড়লে ৪ রাকাত, এবং ঘরে পড়লে ২ রাকাত পড়তে হয়।

তাহাজ্জুদ

আরবি 'তাহাজ্জুদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ রাত জাগা। ইসলামি পরিভাষায়, রাত দ্বিপ্রহরের পর ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে নামাজ আদায় করা হয়, তা-ই 'সালাতুত তাহাজ্জুদ' বা তাহাজ্জুদ নামাজ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে মহানবীর (সা.) ওপর তাহাজ্জুদ নামাজ আবশ্যক ছিল। তিনি জীবনে কখনও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া থেকে বিরত হননি। আল্লাহ তাঁকে বলেছেন, 'হে চাদরাবৃত, তুমি রাত্রিতে প্রার্থনার জন্য দাঁড়াও, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধেক অথবা তার কিছু কম বা বেশি। তুমি কোরআন পাঠ করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।' *(সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ১-৪)*

কিন্তু আমরা যারা তাঁর উম্মত, তাদের জন্য এই নামাজ অপরিহার্য নয়, বরং পড়লে অশেষ পুণ্যের ঘোষণা আছে। এক্ষেত্রে ঘুমাবার আগে তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ঘুমাতে হবে। এতে সে শেষ রাত্রে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে সক্ষম না হলেও তার জন্য তাহাজ্জুদের সওয়াব লিখা হবে।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া উত্তম। এক্ষেত্রে ২ রাকাত করে মোট ৮ রাকাত এবং শেষে বিতর ৩ রাকাত, মোট ১১ রাকাত নামাজের কথা হাদিসে এসেছে।

‘উরওয়াহ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ‘আয়িশা (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাহাজ্জুদে) **এগার রাকাত** সালাত আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) সালাত। সে সালাতে তিনি এক একটি সিজদা এত পরিমাণ করতেন যে, তোমাদের কেউ (সিজদা হতে) তাঁর মাথা তোলার পূর্বে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারত। আর ফজরের (ফরজ) সালাতের পূর্বে তিনি দু’ রাক’আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ডান কাতে শুতেন যতক্ষণ না সালাতের জন্য তাঁর কাছে মুআয্‌যিন আসত।

(৬২৬) (আ.প্র. ১০৫২, ই.ফা. ১০৫৬)

চাশত / সালাতুদ দুহা / সালাতুল আউয়াবীন

সাধারণত চাশত, সালাতুদ দুহা, সালাতুল আউয়াবীন একই নামাজ। এটি নফল বিধানের অন্তর্ভূক্ত। দিনের বেলা **সূর্যোদয়ের পর থেকে যোহরের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত** এই নামাজের সময়। হাদিস অনুযায়ী এই নামাজ **৪ রাকাত** পড়ার কথা জোর দিয়ে এসেছে , তবে অনেক হাদিসে এর বেশি পড়ার তাগিদও রয়েছে। সাধারণত রাত এবং দিনের নফল নামাজ ২ রাকাত, ২ রাকাত করে পড়া উত্তম।

মু’আধাহ্‌ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি ‘আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতুদ দুহা কত রাক‘আত আদায় করতেন? জবাবে ‘আয়িশা (রাঃ) বললেন, তিনি ‘দুহা’ বা চাশতের সালাত সাধারণতঃ **চার রাক‘আত** আদায় করতেন এবং (কখনো) ইচ্ছামত আরও বেশি আদায় করতেন। *(সহীহ মুসলিম ৭১৯)*

যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুবাবাসীদের কাছে গেলেন। সে সময় তারা নামাজ আদায় করছিলেন। এ দেখে তিনি বললেনঃ “**সালাতুল আউয়াবীন**” এর উত্তম সময় হলো যখন সূর্যের তাপে বালু গরম হওয়ার কারণে উটের বাচ্চাগুলোর পা উত্তপ্ত হতে শুরু করে। *(সহীহ মুসলিম ৭৪৮)*

বুরাইদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

মানুষের শরীরের তিনশত ষাটটি অঙ্গ রয়েছে। তার প্রতিটি অঙ্গের জন্য সদাকা করা জরুরি। লোকজন বলল, কেউ কি এতটা সদাকা করতে সক্ষম, হে আল্লাহর নাবী? তিনি বললেনঃ তুমি মসজিদে (মেঝেতে থাকা) শ্রেষ্ঠা তুলে দিবে (অর্থাৎ মসজিদের নোংরা পরিষ্কার করবে) এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তুমি যদি তা-ও না পার, তাহলেও **দুই রাক‘আত সালাতুদ দুহা** আদায় করবে, এতেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। *(আবু দাউদ ৫২৪৪)*

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন,
আমার বন্ধু অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি কাজ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো হল- প্রতি মাসে তিনটি করে সওম (রোযা) পালন করা (হিজরী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ), **দুই রাকাআত সালাতুদ দুহা** আদায় করা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতরের সালাত আদায় করা। *(সহীহ মুসলিম ৭২১)*

ইশরাক

সূর্য উদয়ের পর যে **২ রাকাত** নফল নামাজ পড়া হয় তাকে ইশরাকের নামাজ বলে। এই নামাজ দ্বারা এক হজ্ব ও উমরার সওয়াব পাওয়া যায়। এই নামাজ দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। এই নামাজ অনেক নেক আমলের জন্য যথেষ্ট হয়।

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামা’আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা’আলার যিকর করে, তারপর **দুই রাকাত** নামাজ আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে।
আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)। *(জামে' আত-তিরমিজী, হাদীস নং ৫৮৬)*

নামাজের ফরজসমূহ

আহকাম ও আরকান মিলিয়ে নামাজের ফরজ মোট ১৩টি।

নামাজ শুরু হওয়ার আগে বাইরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আহকাম বলা হয়।

নামাজের আহকাম ৭টি। যথাঃ

১. শরীর পাক হওয়াঃ এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।" **(সূরা মায়েদাঃ ৬)**

২. কাপড় পাক হওয়াঃ পরনের জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি, শাড়ি ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ "আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর।" **(সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৪)**

৩. নামাজের জায়গা পাক হওয়াঃ অর্থাৎ নামাজির দু'পা, দু'হাঁটু, দু'হাত ও সিজদার স্থান পাক হওয়া।

৪. সতর বা শরীর ঢাকাঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দু'হাতের কব্জি,পদদ্বয় এবং মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ "হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর।" **(সূরা আরাফঃ৩১)**

৫. কিবলামুখী হওয়াঃ কিবলা মানে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ "আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও।" **(সূরা বাকারাঃ ১৫০)**

৬. ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়াঃ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সময়মতো আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ "নিশ্চয় সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।" **(সূরা নিসাঃ১০৩)**

৭. নামাজের নিয়্যাত করাঃ নামাজ আদায়ের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজের নিয়্যাত করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।" **(বুখারী, হাদিস-১)**

নামাজ শুরু করার পর নামাজের ভেতরে যেসব কাজ ফরজ, সেগুলোকে নামাজের আরকান বলা হয়।

নামাজের আরকান ৬টি। যথাঃ

১. তাকবিরে-তাহরিমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ "আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" **(সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৩)**

২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ মানে কিয়াম করা। আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।" **(সূরা বাকারাঃ ২৩৮)**

৩. ক্বেরাত পড়াঃ চার রাকাতনিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকাত এবং ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল নামাজের সকল রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরজ। আল্লাহ বলেনঃ "অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়।" **(সূরা মুযাম্মিল,আয়াতঃ ২০)**

৪. রুকু করাঃ প্রতিটি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা ফরজ।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ "আর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।" **(সূরা বাকারাঃ ৪৩)**

৫. সিজদা করাঃ নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।" **(সূরা হজ্জঃ৭৭)**

৬. শেষ বৈঠক করাঃ নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশহুদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।"

সূত্রঃ বুক অব ইসলামিক নলেজ, লেখকঃ ইকবাল কবীর মোহন

নামাজের ওয়াজিবসমূহঃ

ওয়াজিব অর্থ হলো আবাশ্যক। নামাযের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়। যা ভুলক্রমে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। নিচে ওয়াজিবসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

নামাজের ওয়াজিব মোট ১৪টি। যথাঃ

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করাঃ ফরয নামাযের প্রথম দু' রাক'আতে এবং সকল প্রকার নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সব ধরণের নামাযের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহতুল্লাহ আলাই) এর অভিমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহ আলাই) এটাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর দলিল- "যে নামাযে ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" **(বুখারী)**

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোঃ ফরয নামাযসমূহের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যক।

৩. তারতীব মত নামায আদায় করাঃ তারতীব অনুযায়ী নামায অর্থাৎ নামাযে যে সকল কাজ বারবার আসে ঐ কাজগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব। যেমন রুকু ও সিজদা যা নামাযের প্রতি রাক'আতে বারবার আসে। কিরা'আত পাঠ শেষ করে রুকু এবং রুকু শেষ করে উঠে সিজদা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে নামায নষ্ট হবে এবং নতুন করে নামায আদায় করতে হবে।

৪. প্রথম বৈঠকঃ চার রাকা'আত ও তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু রাকা'আত শেষ করে তাশাহহুদ পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিব।

৫. তাশাহহুদ পাঠ করাঃ নামাযের উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব। আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আত্তাহিয়্যাতু পড়। সুতরাং আলোচ্য হাদীসটিই প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে।

৬. প্রকাশ্য কেরাত পাঠ করাঃ যে সকল নামাযে প্রকাশ্য বা উচ্চঃস্বরে কেরাত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোতে প্রকাশ্য কিরা'আত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন-ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ' দু'ঈদের নামায ও তারাবীর নামায। অবশ্য একাকী আদায় করলে কেরাত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যক নয়।

৭. চুপিসারে কেরাত পাঠ করাঃ যেমন নামাযে চুপে চুপে কেরাত পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে সেসব নামাযে নীরবে বা চুপে চুপে কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- যোহর ও আসরের নামায।

৮. তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করাঃ নামাযের সব কাজ ধীরে-সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু' ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা ওয়াজিব।

৯. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোঃ অর্থাৎ রুকু শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১০. সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসাঃ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব।

১১. সালাম বলাঃ নামায শেষে "আছছালা'মু য়ালাইকুম ওয়ারহ মাতুল্লাহ" বলে নামায শেষ করা। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাই এর মতে এটি ফরজ।

১২. তারতীব ঠিক রাখাঃ প্রত্যেক রাকা'আতের তারতীব বা ধারাবাহীকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।

১৩. দোয়া কুনুত পাঠ করাঃ বেতরের নামাযে দু'আ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব।

১৪. ঈদের নামাযে তাকবীরঃ দুই ঈদের নামযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

সূত্রঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায, দারুস সালাম বাংলাদেশ

নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহঃ

- সালামের জবাব দেওয়া।
- নামাযে সালাম দেওয়া।
- দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করা।
- নামাযের ফরয ছুটে যাওয়া।
- কিরাআতে অর্থবিকৃত ভুল।
- কুরআন দেখে দেখে পড়া।
- কথা বলা।
- নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া।
- ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া।
- অট্টহাসি দেওয়া (অজুও ভেঙে যায়)।
- অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা (ইন্নালিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি)।
- কিবলা থেকে অন্যদিকে মুখ ঘোরানো।
- বাচ্চাকে দুধ পান করানো।
- হাঁচির জবাব দেওয়া।

- চলাফেরা করা।
- অপবিত্র স্থানে সিজদা করা।
- অতিরিক্ত দেহের অঙ্গসঞ্চালন (আমালে কাসীর)।
- নিজের ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেওয়া।
- দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা।
- কাতার সোজা না করা।
- অজু ছাড়া নামায পড়া।
- পত্র/লিখিত কিছু পড়ে উচ্চারণ করা।
- তিন তাসবীহ পরিমাণ সতর খোলা থাকা।
- নামাযে খাওয়া বা পান করা।

সূরা ফাতিহা

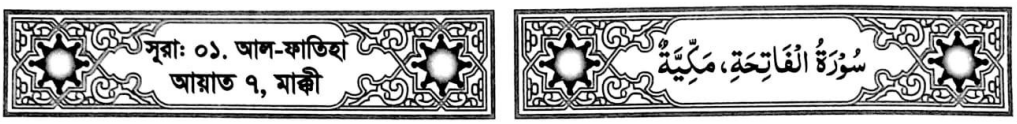

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

০১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾

০২. পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾

০৩. বিচার দিবসের মালিক।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾

০৪. আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾

০৫. আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾

০৬. তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ﴿٦﴾
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

আয়াতুল কুরসি (সূরা বাকারা – ২৫৫)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ
مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ
بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ
الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম। লা তা খুজুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস সামা ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ। মান জাল্লাজি ইয়াশ ফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইজনিহি, ইয়া লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউ হিতুনা বিশাই ইম মিন ইল মিহি ইল্লা বিমা শা আ, ওয়াসিয়া কুরসি ইউহুস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলি ইয়ুল আজিম।

অর্থঃ আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু' য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।

হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজ শেষে আয়াতুল কুরসি পড়েন তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছু বাধা হবে না। হজরত আবু জর জুনদুব ইবনে জানাদাহ (রা.) রাসুলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাজিল হয়েছে? রাসুল (সা.) বলেছিলেন, আয়াতুল কুরসি। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কোরআনের চূড়া হলো সুরা আল বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত আছে, যা কোরআনের আয়াতগুলোর প্রধান; তা হলো আয়াতুল কুরসি।

দুই রাকাত নামাজের যাবতীয় নিয়ম

ধাপ ১। নামাজের নিয়তে দাঁড়ানো।

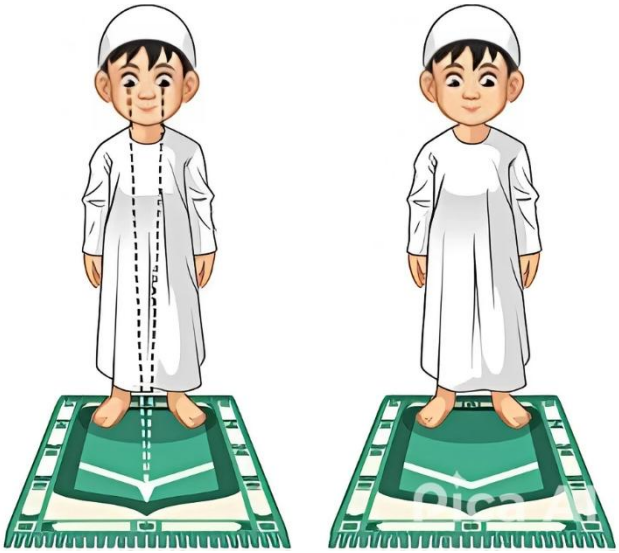

নিয়তঃ নামাজের নিয়ত মানে হলো, মনে মনে নামাজের জন্য সংকল্প করা। নামাজের জন্য নিয়ত করা ফরজ এবং নিয়তের স্থান হলো অন্তর। নামাজের জন্য নিয়ত করার সময় মনে মনে কোন নির্দিষ্ট নামাজের কথা চিন্তা করতে হবে, যেমন – ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব বা এশা। এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে হাত বেঁধে নামাজ শুরু করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ ফজরের ফরজ নামাজ পড়ার জন্য নিয়ত করে, তবে মনে মনে এভাবে চিন্তা করতে হবে যে,

"আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (যে ওয়াক্তের নামাজ পড়বো তার নাম) এর দুই রাকাত ফরজ নামাজ কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।"

আর যদি কেউ সুন্নত নামাজ পড়ার জন্য নিয়ত করে, তবে এভাবে চিন্তা করতে হবে যে,

"আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (যে ওয়াক্তের নামাজ পড়বো তার নাম) এর দুই রাকাত সুন্নত নামাজ কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।"

নিয়ত মনে মনে করাই যথেষ্ট, মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়।

> "নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের ওপর নির্ভর করে, আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আছে তার নিয়তের মতোই।"
> **সহিহ বুখারি (হাদিস ১), সহিহ মুসলিম (হাদিস ১৯০৭), মিশকাতুল মাসাবিহ (হাদিস ১)**

ধাপ ২। তাকবীরে তাহরিমা।

নামাজের শুরুতে "আল্ল'হু আকবার" বলে নামাজ শুরু করাকে তাকবীরে তাহরিমা বলা হয়। এটি নামাজের একটি ফরজ অংশ। এই তাকবির বলার মাধ্যমে নামাজে প্রবেশ করা হয় এবং নামাজের বাইরের অন্যান্য কাজ হারাম হয়ে যায়।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

আল্ল'হু আকবার

অর্থঃ আল্লাহ মহান বা আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষেরই নামাজ পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঠিক যথার্থরুপে ওযু করেছে। অতঃপর (তাকবিরে তাহরিমা) 'আল্লাহু আকবার' বলেছে।'

(তাবারানি, মুজাম, সিফাতু সালাতিন নাবি)

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, 'নামাজের চাবিকাঠি হল পবিত্রতা (গোসল-ওযু) আর (নামাজে প্রবেশ করে পার্থিব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা ইত্যাদি)হারাম করার শব্দ হল তকবির (আল্লাহু আকবার)। আর (নামাজ শেষ করে সে সব) হালাল করার শব্দ হল সালাম (আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ)।'

(আবু দাউদ, তিরমিজি, মুসতাদরেকে হাকেম, ইরওয়াউল গালিল)

ধাপ ৩। কেরাত পাঠ।

নামাজে কেরাত পাঠ অর্থ হলো, নামাজের মধ্যে সুরা ফাতিহা এবং অন্য যেকোনো ছোট তিনটি আয়াত বা একটি বড় আয়াত পাঠ করা। এটি নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না।

পঠিতাব্য অংশঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ

اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

ছুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা'রকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা' ইলাহা গইরুক

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি প্রশংসাময়, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে। আর তুমি ব্যতিত সত্যিকার কোনো মাবদ নেই।

নামাজে উক্ত অংশটুকুকে ছানা বলা হয়।

আয়িশা (রাঃ) বলেন,

নবী (ﷺ) নামাজ শুরু করলে প্রথমেই এই দোয়া পাঠ করতেন –

"ছুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা'রকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা' ইলাহা গইরুক"

(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৩৯৯)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম

অর্থঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭২)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম

অর্থঃ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

(বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৪)

১। সূরা ফাতিহা

২। অন্য যেকোনো সূরার কমপক্ষে ৩ আয়াত পড়া উত্তম। তবে অর্থবহ সর্বনিম্ন ১ আয়াত পড়তে পারবে।

(বেশি পড়লে সমস্যা নেই)

নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির নামাজ সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*।

আর সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৮)*। অতএব কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করলেও ছালাত হয়ে যাবে *(বুখারী হা/৭৭২)*।

আর সূরা ফাতিহার সাথে সর্বনিম্ন যেকোন একটি আয়াত পাঠ করলেও যথেষ্ট হবে। যেমন আয়াতুল কুরসী। তবে স্মর্তব্য যে, আয়াতটি অসম্পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক হ'লে তা পড়া উচিৎ নয় *(বাহূতী, কাশশাফুল ক্বিনা' ১/৩৪২)*। যেমন- مدهامتان '(জান্নাতের) ঘন সবুজ দু'টি বাগান' ***(আর-রহমান ৫৫/৬৪)***।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে এই ঘোষণা করতে আদেশ করলেন যে, "সূরা ফাতিহা এবং অতিরিক্ত অন্য সূরা পাঠ ছাড়া নামায হবে না।" (আবূদাঊদ, সুনান ৮২০নং)

"তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ হয় তা তিলাওয়াত করো।" (সূরা মুযযাম্মিল - ৭৩:২০)

ধাপ ৪। রুকু করা।

নামাজের রুকু হলো নামাজের একটি ফরজ অংশ। কেরাত (কুরআন তেলাওয়াত) পাঠ করার পর আল্ল'হু আকবার বলে নামাজে কোমর ঝুঁকিয়ে হাঁটুতে হাত রেখে যে অঙ্গভঙ্গি করা হয়, তাকে রুকু বলে। এটি নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

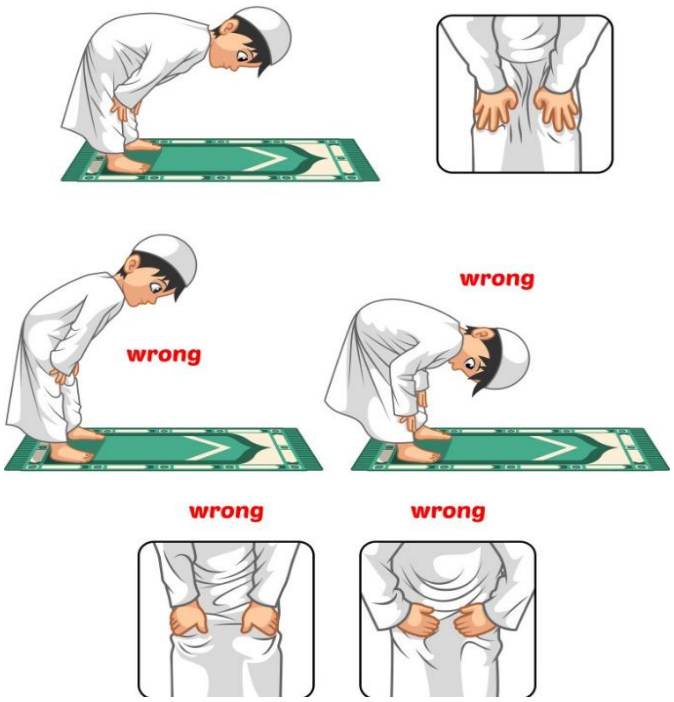

পঠিতাব্য অংশঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম

অর্থঃ আমি আমার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

উক্ত তাসবিহ সর্বনিম্ন ৩ বার পড়তে হবে। এছাড়াও তার বেশি পড়া যায়। এক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যক বার পড়া উত্তম।

নবী (ﷺ) রুকুতে বলতেন:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

"আমি আমার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

(সুনান আবূ দাউদ – ৮৭১; তিরমিজি – ২৬২; সহীহ মুসলিম – ৪৮৭)

ধাপ ৫। সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

রুকু থেকে উঠার সময় কয়েকটি দোয়া পর পর পড়তে হয়। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। এবং দোয়া গুলো পড়া শেষে সিজদা দিতে হয়।

- **প্রথম দোয়া:**

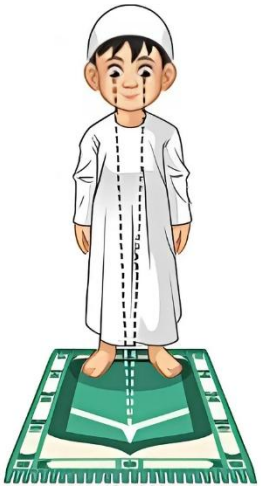
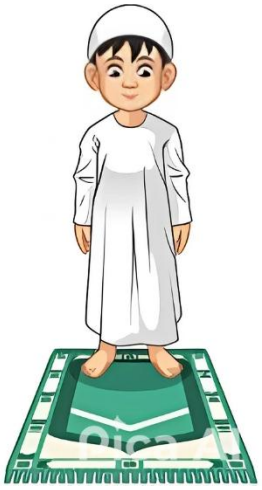

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ

অর্থঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শোনেন, যিনি তাঁর প্রশংসা করেন।

- **দ্বিতীয় দোয়া:**

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

রব্বানা[১] ওয়া লাকাল হামদ

অর্থঃ হে আমাদের রব, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা।

- **তৃতীয় দোয়া:**

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা[১]রকান ফিইহি

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনার জন্য অগণিত, পবিত্র, এবং বরকতময় প্রশংসা।

রিফা'আহ ইবনু রাফি' যুরাকী হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, একবার আমরা নবী (সাঃ) এর পিছনে নামায আদায় করলাম। তিনি যখন রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) "সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ" অর্থ : "যে আল্লাহর হামদ-প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রশংসা শুনুন (কবুল করুন)" বললেন, তখন পিছন হতে এক সহাবা (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ) "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাছিরান ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান ফিহি" অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; অঢেল, পবিত্র ও বরকত-রয়েছে-এমন প্রশংসা" বললেন।

নামায শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন তিনি বললেনঃ আমি দেখলাম ত্রিশ জনের অধিক মালাইকাহ এর নেকী কে পূর্বে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

(আধুনিক প্রকাশনীঃ৭৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৭৬৩)

ধাপ ৬। প্রথম সিজদাহ।

আল্ল'হু আকবার বলে সিজদা করতে হবে। সিজদা মানে হলো মাটিতে কপাল ও নাক ঠেকিয়ে আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হওয়া। নামাজের প্রতিটি রাকাতে দুটি করে সিজদা করা ওয়াজিব, অর্থাৎ এটি ছাড়া নামাজ হবে না। সিজদার সময় কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলের কিছু অংশ অবশ্যই মাটিতে স্পর্শ করতে হবে।

সিজদার সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে:

- সিজদার সময় শরীর যেন স্থির থাকে।
- পুরুষদের জন্য কনুই ও পেট উচুতে থাকবে এবং মহিলারা কনুই ও পেট শরীরের সাথে মিলিয়ে সিজদা করবে।
- যদি কেউ সিজদারত অবস্থায় এক পায়ের কিছু অংশও মাটিতে না লাগায়, তবে তার সিজদা সহিহ হবে না।

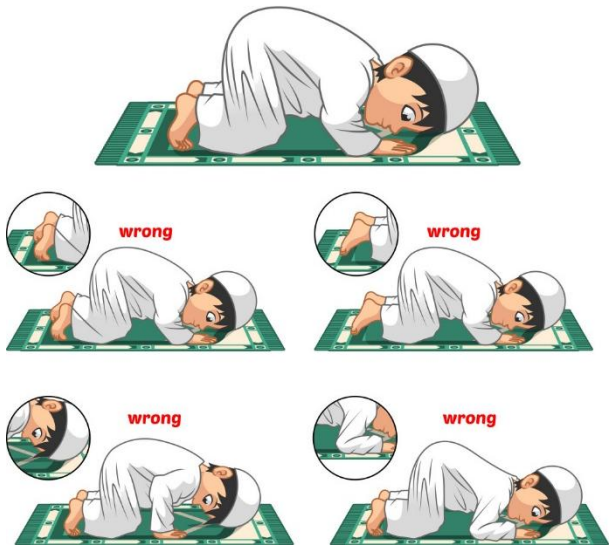

এসময় সিজদারত অবস্থায় কিছু দোয়া পাঠ করতে হয়।

➢ **প্রথম দোয়া:**

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

ছুবহা[১]না রব্বিই-য়াল আ'লা

অর্থঃ আমি আমার সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

নবী (ﷺ) সিজদার সময় এই তাসবীহ বলতেন –

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى"

"আমি আমার সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

(সহীহ মুসলিম – ৪৮২; আবু দাউদ – ৮৭১; তিরমিজি – ২৬২)

দোয়াটি সর্বনিম্ন ৩ বার পড়তে হবে। এছাড়াও তার বেশি পড়া যায়। এক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যক বার পড়া উত্তম।

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

ছুব্বুহুন কুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ

অর্থঃ : সকল ফেরেশতা এবং জিবরিলের প্রতিপালক অতিপবিত্র।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা.) তার রুকু ও সিজদায় কখনো কখনো তাসবিহের সঙ্গে এ দোয়াটিও পড়তেন-

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

"সকল ফেরেশতা এবং জিবরিলের প্রতিপালক অতিপবিত্র।"

(মুসলিম, হাদিস : ৪৮৭; আবু দাউদ, হাদিস : ৮৭৩)

উক্ত দোয়াটি শুধুমাত্র সুন্নত ও নফল / তাহাজ্জুদ নামাজে পড়া উত্তম।

ধাপ ৭। প্রথম সিজদার পর সোজা হয়ে বসা।

সহিহ হাদিস অনুযায়ী, নামাজের মধ্যে দুই সিজদার মাঝে স্থির হয়ে বসা ওয়াজিব কাজ। এটি নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা নামাজের ধারাবাহিকতা এবং পূর্ণতার জন্য পালন করা আবশ্যক।

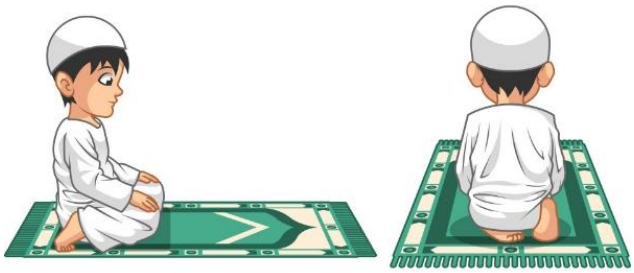

এই সময় দো'আ এবং ইস্তিগফার করার সুযোগ থাকে, যা বান্দার জন্য রহমত ও মাগফিরাত লাভের একটি মাধ্যম।

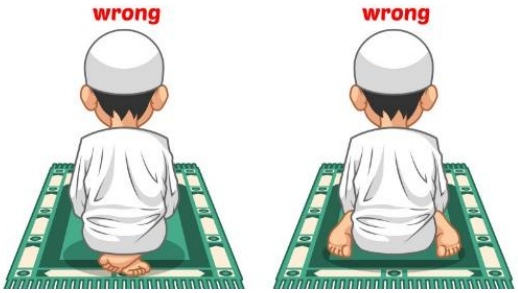

সিজদা থেকে আল্লা'হু আকবার বলে উঠে বসতে হবে। এবং বসে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া উত্তম।

পঠিতাব্য অংশঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي

আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হামনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুকনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর রহম করুন। আমার প্রয়োজন পুরো করে দিন। আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন। আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমার সম্মান বৃদ্ধি করুন।

(আবু দাউদ – ৮৫০, তিরমিযী – ২৮৪, ২৮৫)

ধাপ ৭। দ্বিতীয় সিজদাহ।

আবার আল্ল'হু আকবার বলে সিজদা করতে হবে।

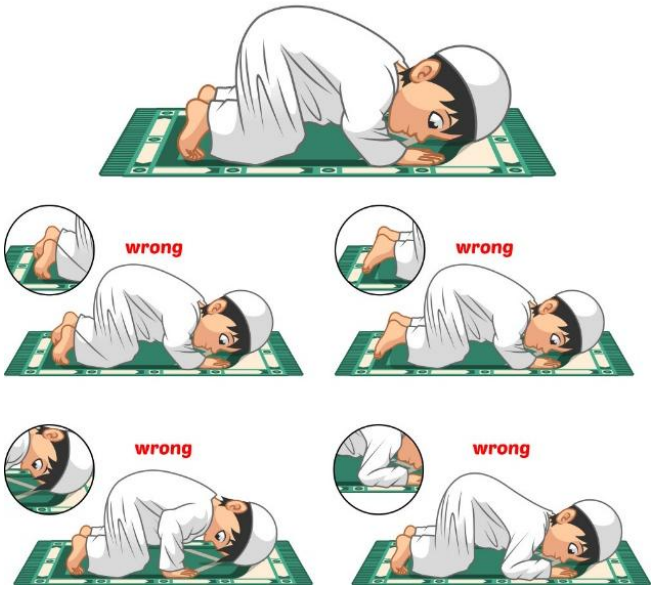

এসময় সিজদারত অবস্থায় কিছু দোয়া পাঠ করতে হয়।

- **প্রথম দোয়া:**

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা

অর্থঃ আমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি সবার উপরে।

দোয়াটি সর্বনিম্ন ৩ বার পড়তে হবে। এছাড়াও তার বেশি পড়া যায়। এক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যক বার পড়া উত্তম।

➢ **দ্বিতীয় দোয়া (সুন্নত ও নফল নামাজে):**

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

ছুব্বুহুন কুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ

অর্থঃ সকল ফেরেশতা ও রুহের (জিবরাইল আ.) প্রতিপালক মহিমান্বিত ও অত্যন্ত পবিত্র।

উক্ত দোয়াটি শুধুমাত্র সুন্নত ও নফল নামাজে পড়া উত্তম।

ধাপ ৮। দুই সিজদার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

দুইটি সিজদা দেওয়ার পর হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং আবার কেরাত পাঠ করতে হবে।

এক্ষেত্রে সানা পড়তে হয়না।

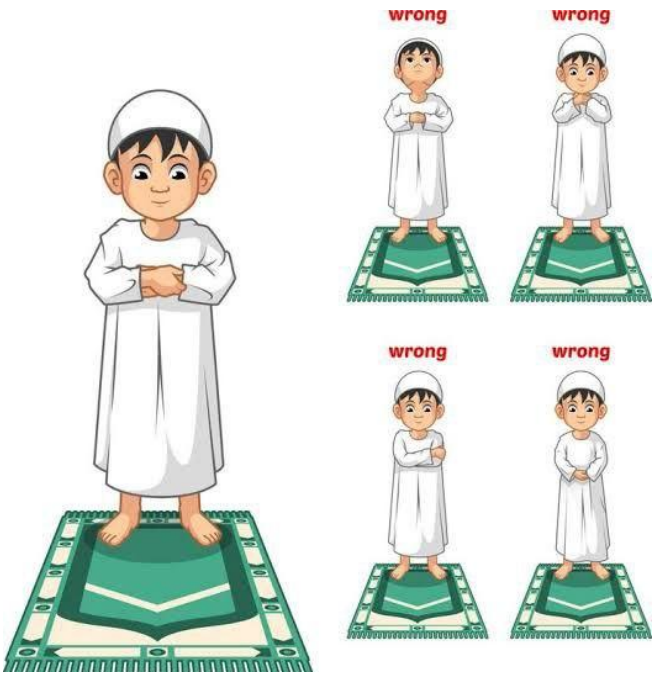

পঠিতাব্য অংশঃ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম

অর্থঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম

অর্থঃ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১। সূরা ফাতিহা

২। অন্য যেকোনো সূরার কমপক্ষে ৩ আয়াত পড়া উত্তম। তবে অর্থবহ সর্বনিম্ন ১ আয়াত পড়তে পারবে।

(বেশি পড়লে সমস্যা নেই)

ধাপ ৯। রুকু করা।

কেরাত (কুরআন তেলাওয়াত) পাঠ করার পর আল্ল'হু আকবার বলে নামাজে কোমর ঝুঁকিয়ে হাঁটুতে হাত রেখে পূর্বের ন্যায় পুণরায় রুকু করতে হবে।

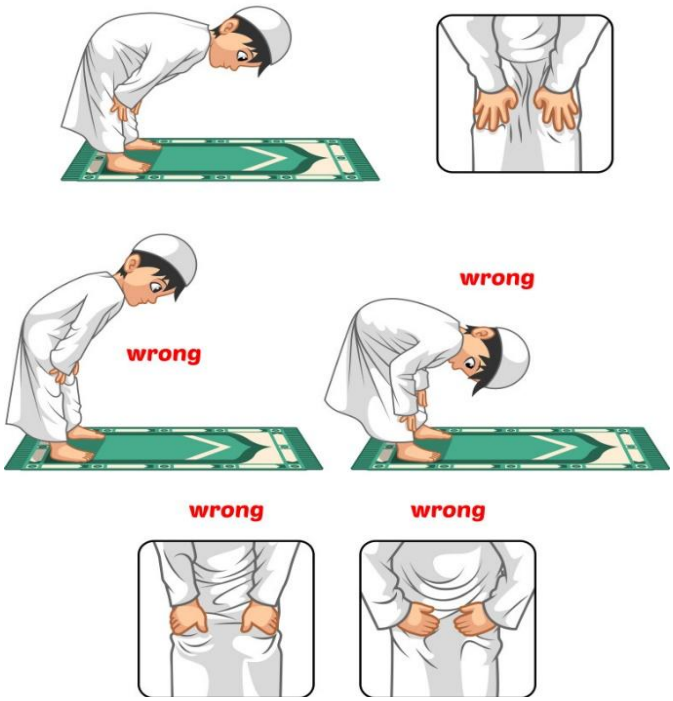

পঠিতাব্য অংশঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

ছুবহা'না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম

অর্থঃ আমি আমার মহান রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

উক্ত তাসবিহ সর্বনিম্ন ৩ বার পড়তে হবে। এছাড়াও তার বেশি পড়া যায়। এক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যক বার পড়া উত্তম।

ধাপ ১০। সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

রুকু থেকে উঠার সময় নিম্নোক্ত দোয়াগুলো পূর্বের ন্যায় পূণরায় পাঠ করতে হবে।

- **প্রথম দোয়া:**

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ

অর্থঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শোনেন, যিনি তাঁর প্রশংসা করেন।

- **দ্বিতীয় দোয়া:**

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ

অর্থঃ হে আমাদের রব, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা।

- **তৃতীয় দোয়া:**

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনার জন্য অগণিত, পবিত্র, এবং বরকতময় প্রশংসা।

ধাপ ১১। প্রথম সিজদাহ।

আল্ল'হু আকবার বলে পূণরায় পূর্বের ন্যায় সিজদা করতে হবে।

এসময় সিজদারত অবস্থায় কিছু দোয়া পাঠ করতে হয়।

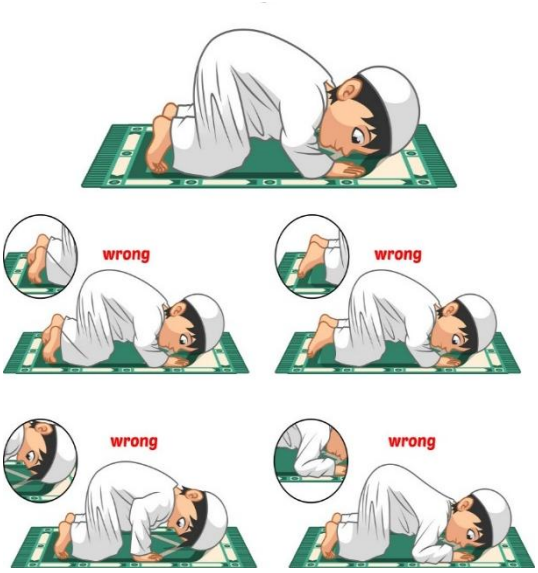

- **প্রথম দোয়া:**

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা

অর্থঃ আমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি সবার উপরে।

দোয়াটি সর্বনিম্ন ৩ বার পড়তে হবে। এছাড়াও তার বেশি পড়া যায়। এক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যক বার পড়া উত্তম।

- **দ্বিতীয় দোয়া (সুন্নত ও নফল নামাজে):**

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

ছুব্বুহুন কুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ

অর্থঃ সকল ফেরেশতা ও রুহের (জিবরাইল আ.) প্রতিপালক মহিমান্বিত ও অত্যন্ত পবিত্র।

উক্ত দোয়াটি শুধুমাত্র সুন্নত ও নফল নামাজে পড়া উত্তম।

ধাপ ১২। প্রথম সিজদার পর সোজা হয়ে বসা।

সিজদা থেকে **আল্লˆহু আকবার** বলে উঠে বসতে হবে। এবং বসে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া উত্তম।

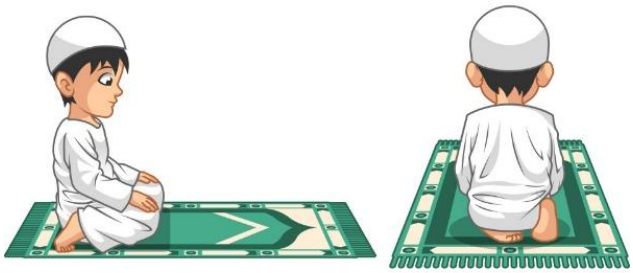

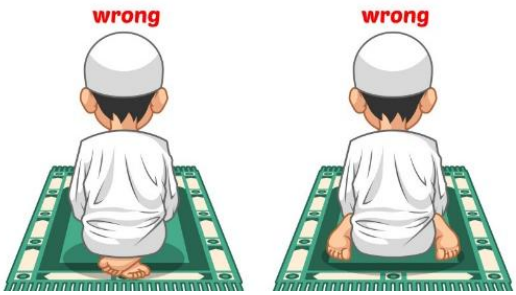

পঠিতাব্য অংশঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي ،

আল্লহুম্মাগ ফিরলিˆ, ওয়ার হামনিˆ, ওয়াজবুরনিˆ, ওয়াহদিনিˆ, ওয়ারযুক্বনিˆ, ওয়া য়া'ফিনিˆ, ওয়ারফা'নি **অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর রহম করুন। আমার প্রয়োজন পুরো করে দিন। আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন। আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমার সম্মান বৃদ্ধি করুন।

ধাপ ১৩। দ্বিতীয় সিজদাহ।

আবার **আল্ল'হু আকবার** বলে সিজদা করতে হবে।

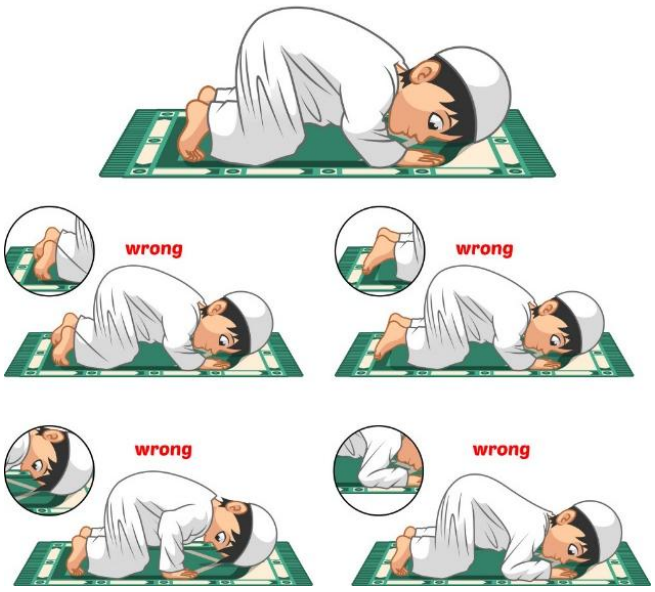

এসময় সিজদারত অবস্থায় কিছু দোয়া পাঠ করতে হয়।

- **প্রথম দোয়া:**

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা

অর্থঃ আমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি সবার উপরে।

দোয়াটি সর্বনিম্ন ৩ বার পড়তে হবে। এছাড়াও তার বেশি পড়া যায়। এক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যক বার পড়া উত্তম।

➢ **দ্বিতীয় দোয়া (সুন্নত ও নফল নামাজে):**

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

ছুব্বুহুন কুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ

অর্থঃ সকল ফেরেশতা ও রুহের (জিবরাইল আ.) প্রতিপালক মহিমান্বিত ও অত্যন্ত পবিত্র।

উক্ত দোয়াটি শুধুমাত্র সুন্নত ও নফল নামাজে পড়া উত্তম।

ধাপ ১৪। শেষ বৈঠকে বসা।

যে বৈঠকের শেষে সালাম ফিরাতে হয়, তাকে শেষ বৈঠক বলে। এটি ফরয, যা না করলে নামাজ বাতিল হয়।

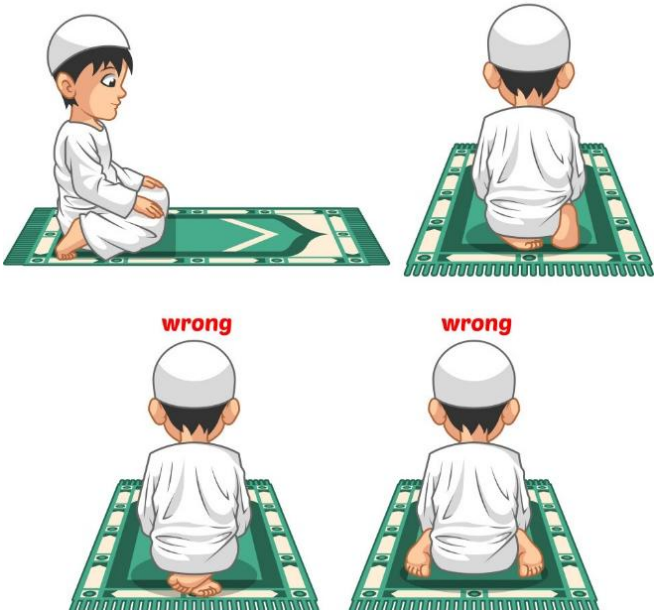

দ্বিতীয় সিজদার পর আল্লাহু আকবার বলে উঠে বসতে হবে এবং এসময় –

তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা

সহ আরো কিছু দোয়া পড়তে হয়। তবে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।

তাশাহহুদ

তাশাহহুদ পড়া ও মধ্যের বৈঠক করা ওয়াজিব। ভুলে এটি ছুটে গেলে, নামাজের মধ্যেই মনে পড়লে শেষে সেজদায়ে সাহু দিলেই চলবে। নামাজের পর মনে হলে, নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। স্পষ্ট মনে না পড়ে সন্দেহ হলে, সন্দেহের মধ্যে যে বিষয়টি প্রবল হবে সেটিই গ্রহণ করতে হবে।

নিম্নে উল্লেখিত নীল রঙে মার্ক করা অংশটুকু পড়ার সময় ছবিতে প্রথম চিত্রের ন্যায় শাহাদত আঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারা করতে হবে।

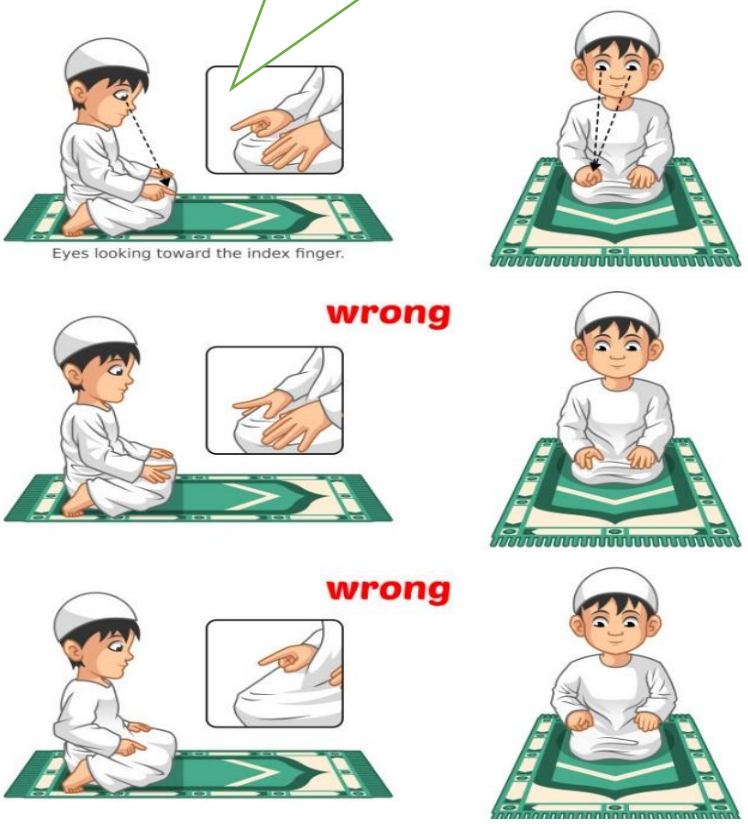

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

আত্তাহিইয়্যা'তু লিল্লা'হি ওয়াছ ছলাওয়াতু ওয়াত ত্বইয়্যিবা'তু, আসসালা'মু য়ালাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লা'হি ওয়া বারকাতুহু। আসসা'লামু য়ালাইনা' ওয়া য়ালা য়িবা'দিল্লা'হিছ ছলিহিন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্ল'হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান য়াবদুহু ওয়া রসুউলুহু।

অর্থঃ সমস্ত মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাজিল হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল।

ওয়ায়িল ইবনু হূজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি (তাশাহুদের বৈঠক সম্পর্কে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখলেন। এভাবে তিনি ডান কনুইকে ডান রানের উপর বিছিয়ে রাখলেন। এরপর (নব্বইয়ের বন্ধনের ন্যায়) ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ করলেন। (মধ্যমা ও বৃদ্ধার দ্বারা) একটি বৃত্ত বানালেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল উঠালেন। এ সময় আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাশাহুদ পাঠ করতে করতে ইশারা করার জন্য শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ছেন।

(সহীহ: নাসায়ী ৮৮৯, ইরওয়া ৩৬৭, আবূ দাউদ ৭২৬। তবে আবূ দাউদে আঙ্গুল নাড়ানোর কথা নেই।)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সালাতে তাশাহুদ পড়ার সময় শাহাদাতের দু' আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা কর, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা কর। **(তিরমিযী, নাসায়ী ও বায়হাক্বী- দা'ওয়াতে কাবীর)**

(সহীহ: তিরমিযী ৩৫৫৭, নাসায়ী ১২৭২, দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১৬)

দরূদ

শরিয়তের বিধান মতে নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ শরিফ পড়তে হয়। শেষ বৈঠকে দরুদ শরিফ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়া সুন্নাত। কেউ যদি কোনো কারণে সুন্নত ছেড়ে দেয়— তাহলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। তবে সওয়াব কিছুটা কমে যাবে।

তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত জেনে-বুঝে সুন্নত ছেড়ে দেয় বা সুন্নাত দেওয়াকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে ফেলে – তাহলে সে গুনাহগার হবে।

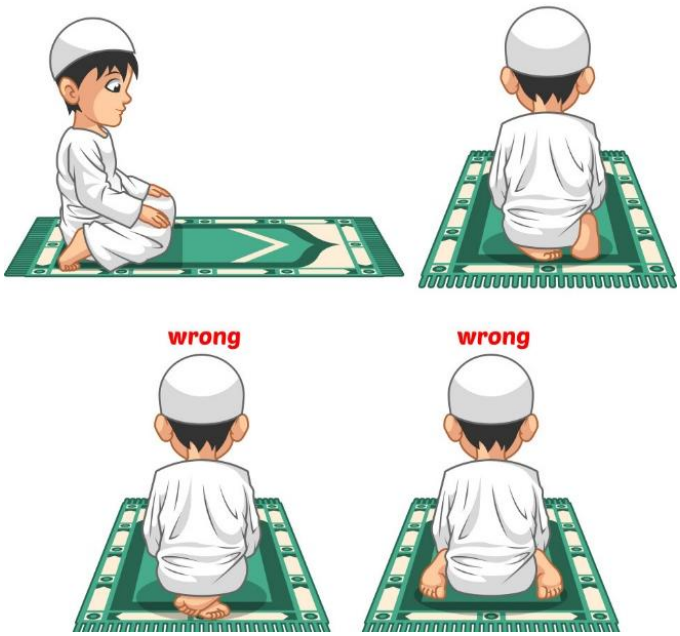

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

আল্ল`-হুম্মা ছল্লি য়ালা` মুহাম্মাদিউঁ ওয়া য়ালা` আ`লি মুহাম্মাদ কামা` ছল্লাইতা য়ালা` ইবরহিমা ওয়া য়ালা` আ`লি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

আল্ল`-হুম্মা বা`রিক য়ালা` মুহাম্মাদিউঁ ওয়া য়ালা` আ`লি মুহাম্মাদ কামা`বা`রাকতা য়ালা` ইবরহিমা ওয়া য়ালা` আ`লি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ কর, যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

আব্দুল্লাহ ইবনে ’আমর ’আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশবার দুরুদ পাঠ করবেন।” ***(মুসলিম)***

দোয়া মাসুরা ও অন্যান্য দোয়া

নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ শরীফ পড়ার পর দোয়া মাসুরা পড়তে হয়। এরপর ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হয়। কোনো কারণে দোয়া মাসুরা পড়তে না পারলে নামাজ হয়ে যাবে, তবে দোয়া মাসুরা পড়া সুন্নত।

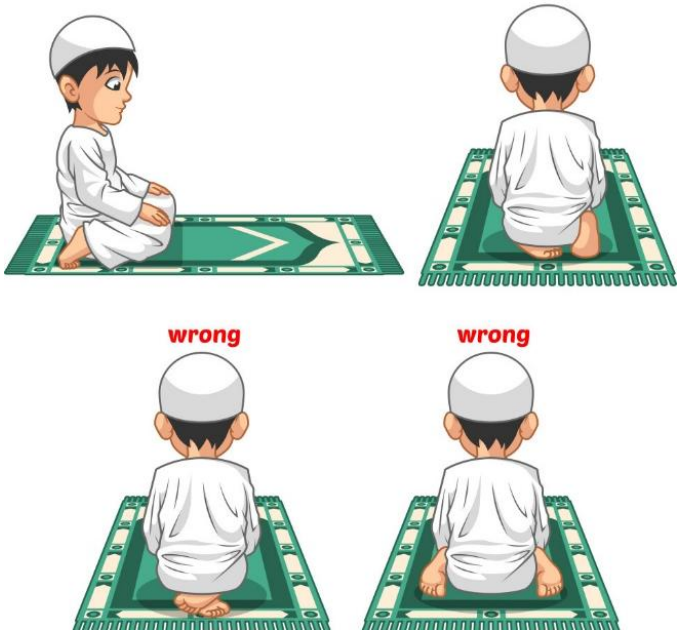

দোয়া মাসুরাঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّ لَا
یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَ
ةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْ
رُ الرَّحِیْمُ ۝

আল্ল'হুম্মা ইন্নি' যলামতু নাফসী' যুলমান্ কাসীর, ওয়ালা' ইয়াগফিরুয্-যুনুবা ইল্লা' আনতা, ফা'গফির্লি' মাগফিরতাম্ মিন্ য়িন্দিকা, ওয়ারহাম্নী', ইন্নাকা আনতাল্ গাফুউরুর্ রাহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর বহু জুলুম করেছি। আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারেন না। অতএব আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সহিহ বুখারি: ৮৩৪; সহিহ মুসলিম: ২৭০৫)

অন্য দোয়াঃ (সুন্নত ও নফল নামাজে)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

আল্লহুম্মা ইন্নি' আয়ুযু বিকা মিন য়াযাবিল ক্বর, ওয়া মিন য়াযা'বিন্নার, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া' ওয়াল মামাত, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাছিহিদ-দাজ্জাল।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

(সহিহ বুখারি: ৮৩২; সহিহ মুসলিম: ৫৮৯)

দোয়া মাসুরা কথাটির অর্থ হচ্ছে কোরআন-হাদিসে বর্ণিত দোয়া। প্রত্যেক নামাজের শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে তাশাহুদ, অতঃপর দরুদ এবং এর পর দোয়া মাসুরা পড়তে হয়। দোয়া মাসুরা পড়া সুন্নত; জরুরি নয়। দোয়া মাসুরা নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নয়, বরং যেকোনো একটি মাসনুন দোয়া পড়লেই সুন্নত আদায় হয়। এমনকি একাধিক দোয়াও পড়া যায়। হাদিস শরিফে এসেছে, 'অতঃপর (দরুদ পাঠের পর) যে দোয়া ইচ্ছে, সেটা পড়বে।' **(সহিহ মুসলিম: ৪০২)**

ধাপ ১৫। সালাম ফেরানো।

নামাজের সালাম ফেরানোর নিয়ম হলো, কেবলার দিকে চেহারা থাকা অবস্থায় সালাম শুরু করবে এবং চেহারা ঘুরানো অবস্থায় সালাম সম্পন্ন করতে থাকবে। যাতে চেহারা ঘুরানো শেষ হওয়ার সাথে সালামও শেষ হয়ে যায়।

ডান দিক থেকে সালাম শুরু করতে হবে এবং ডান দিকে সালাম শেষে একইভাবে বামদিকে সালাম ফেরাতে হবে।

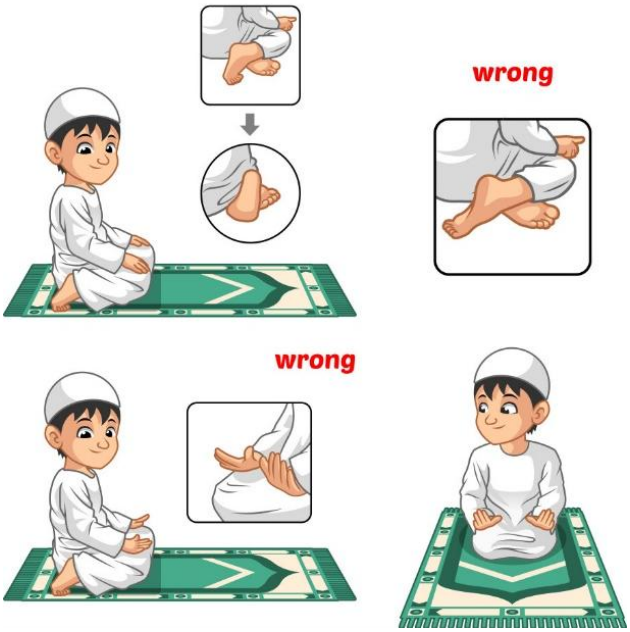

পঠিতাব্য সালামঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

আছছালা'মু য়ালাইকুম ওয়ারহ মাতুল্লাহ

অর্থঃ আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

এভাবে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ২ রাকাত নামাজ সম্পন্ন হবে।

বিঃদ্রঃ প্রতি ২ সিজদা পর ১ রাকাত হয়।

চার রাকাত ফরজ নামাজের নিয়মঃ

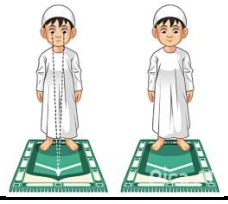

ধাপ	চিত্র	পাঠ্য অংশ
১		আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (যে ওয়াক্তের নামাজ পড়বো তার নাম) এর চার রাকাত ফরজ নামাজ কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।
২		আল্ল'হু আকবার
৩		১। ছানা ২। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ৩। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ১। সূরা ফাতিহা ২। অন্য সূরা আল্ল'হু আকবার
৪		ছুবহীনা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ

৫	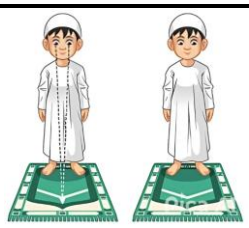	রব্বানা᾽ ওয়া লাকাল হা᾽মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা᾽রকান ফিইহি আল্ল᾽হু আকবার
৬		ছুবহা᾽না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্ল᾽হু আকবার
৭	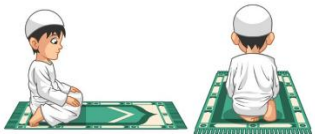	আল্লহুম্মাগ ফিরলি᾽, ওয়ার হা᾽মনি᾽, ওয়াজবুরনি᾽, ওয়াহদিনি᾽, ওয়ারযুক্বনি᾽, ওয়া য়া᾽ফিনি᾽, ওয়ারফা'নি আল্ল᾽হু আকবার
৮		ছুবহা᾽না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্ল᾽হু আকবার
৯		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা᾽হির-রহমা᾽নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা আল্ল᾽হু আকবার
১০		ছুবহা᾽না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা᾽মিদাহ

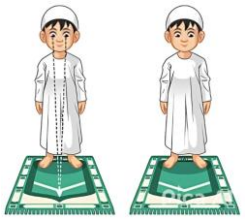

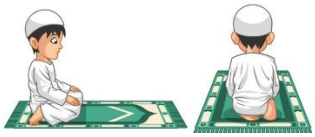

১১		রব্বানাʼ ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবাʼরকান ফিইহি আল্লʼহু আকবার
১২		ছুবহাʼনা রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্লʼহু আকবার
১৩		আল্লহুম্মাগ ফিরলিʼ, ওয়ার হামনিʼ, ওয়াজবুরনিʼ, ওয়াহদিনিʼ, ওয়ারযুক্বনিʼ, ওয়া য়াʼফিনিʼ, ওয়ারফা'নি আল্লʼহু আকবার
১৪		ছুবহাʼনা রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্লʼহু আকবার
১৫		তাশাহহুদ আল্লʼহু আকবার
১৬		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লাʼহির-রহমাʼনির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা আল্লʼহু আকবার

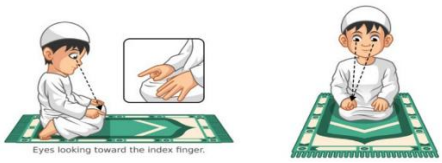

১৭		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা'মিদাহ
১৮	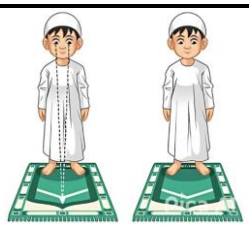	রব্বানা' ওয়া লাকাল হা'মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্লা'হু আকবার
১৯		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্লা'হু আকবার
২০	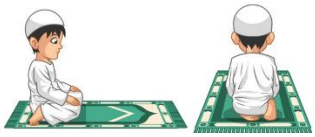	আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হা'মনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি
২১		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্লা'হু আকবার
২২		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা আল্লা'হু আকবার
২৩		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা'মিদাহ

২৪	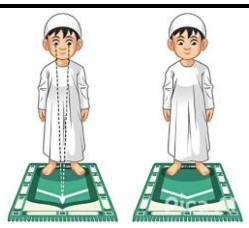	রব্বানা᾽ ওয়া লাকাল হা᾽মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা᾽রকান ফিইহি আল্ল᾽হু আকবার
২৫		ছুবহা᾽না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্ল᾽হু আকবার
২৬	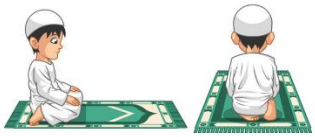	আল্লহুম্মাগ ফিরলি᾽, ওয়ার হা᾽মনি᾽, ওয়াজবুরনি᾽, ওয়াহদিনি᾽, ওয়ারযুক্বনি᾽, ওয়া য়া᾽ফিনি᾽, ওয়ারফা'নি
২৭		ছুবহা᾽না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) ছুব্বুহুন ক্বুদ্দুছুন রব্বুল মালা-ই-কাতি ওয়াররুহ আল্ল᾽হু আকবার
২৮	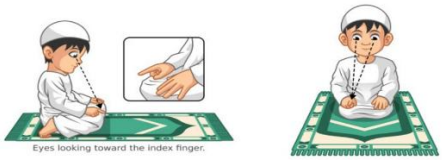	তাশাহহুদ
২৯	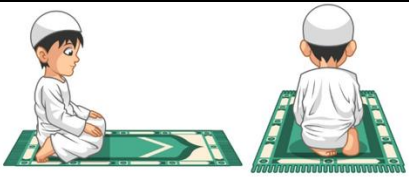	দরূদ দোয়া মাসুরা
৩০		সালাম (প্রথমে ডানে ও পরে বামে)

চার রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়মঃ

ধাপ	চিত্র	পাঠ্য অংশ
১	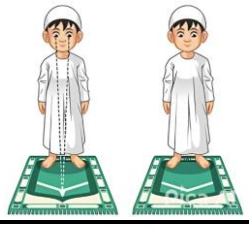	আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (যে ওয়াক্তের নামাজ পড়বো তার নাম) এর চার রাকাত সুন্নত নামাজ কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।
২		আল্লা'হু আকবার
৩		১। ছানা ২। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ৩। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ১। সূরা ফাতিহা ২। অন্য সূরা আল্লা'হু আকবার
৪		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা'মিদাহ
৫	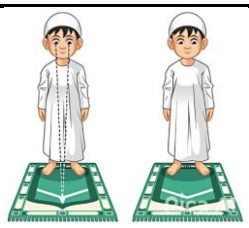	রব্বানা' ওয়া লাকাল হা'মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্লা'হু আকবার
৬		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্লা'হু আকবার

৭	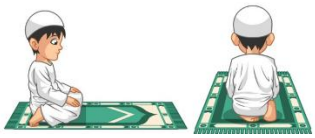	আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হামনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি আল্ল'হু আকবার
৮		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
৯		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা আল্ল'হু আকবার
১০		ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ
১১	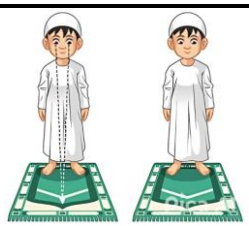	রব্বানা' ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্ল'হু আকবার
১২		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
১৩		আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হামনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি আল্ল'হু আকবার

১৪		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
১৫	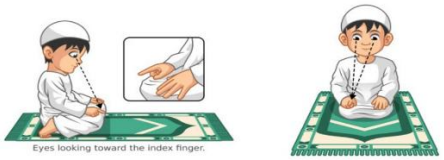	তাশাহহুদ আল্ল'হু আকবার
১৬		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা আল্ল'হু আকবার
১৭		ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ
১৮	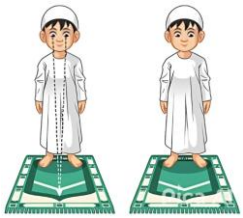	রব্বানা' ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্ল'হু আকবার
১৯		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
২০		আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হামনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুকনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি
২১		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার

২২		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা আল্ল'হু আকবার
২৩		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা'মিদাহ
২৪	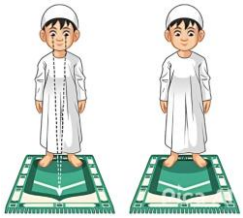	রব্বানা' ওয়া লাকাল হা'মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্ল'হু আকবার
২৫		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
২৬	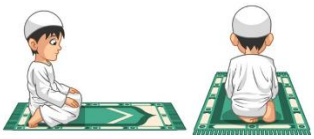	আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হা'মনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি
২৭		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
২৮	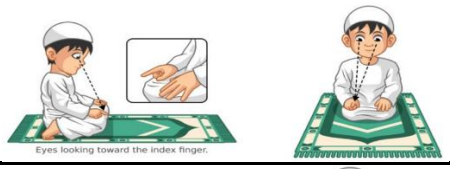	তাশাহহুদ
২৯	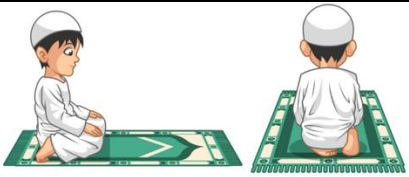	দরূদ দোয়া মাসুরা ও অন্য দোয়া
৩০		সালাম (প্রথমে ডানে ও পরে বামে)

তিন রাকাত ফরজ নামাজের নিয়মঃ

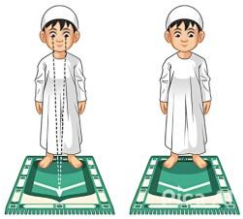

ধাপ	চিত্র	পাঠ্য অংশ
১		আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (যে ওয়াক্তের নামাজ পড়বো তার নাম) এর তিন রাকাত ফরজ নামাজ কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।
২		আল্ল’হু আকবার
৩		১। ছানা ২। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ৩। বিছমিল্লা’হির-রহমা’নির রহীম ১। সূরা ফাতিহা ২। অন্য সূরা আল্ল’হু আকবার
৪		ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ
৫		রব্বানা’ ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা’রকান ফিইহি আল্ল’হু আকবার
৬		ছুবহা’না রব্বিই-য়াল আ’লা (৩ বার) আল্ল’হু আকবার

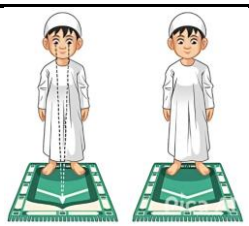

৭	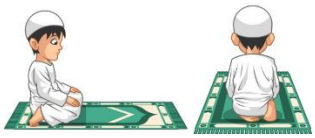	আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হামনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি আল্ল'হু আকবার
৮		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
৯		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা আল্ল'হু আকবার
১০		ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ
১১	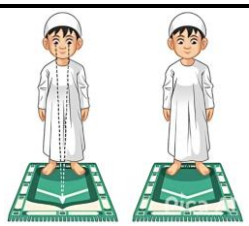	রব্বানা' ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্ল'হু আকবার
১২		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
১৩	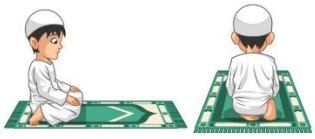	আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হামনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি আল্ল'হু আকবার
১৪		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার

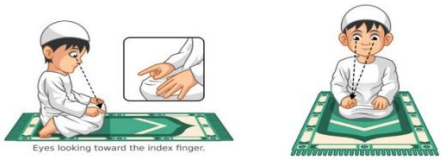

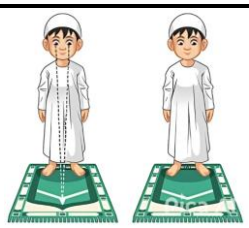

১৫		তাশাহহুদ আল্ল˺হু আকবার
১৬		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা˺হির-রহমা˺নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা আল্ল˺হু আকবার
১৭		ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ
১৮		রব্বানা˺ ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা˺রকান ফিইহি আল্ল˺হু আকবার
১৯		ছুবহা˺না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল˺হু আকবার
২০		আল্লহুম্মাগ ফিরলি˺, ওয়ার হামনি˺, ওয়াজবুরনি˺, ওয়াহদিনি˺, ওয়ারযুক্বনি˺, ওয়া য়া˺ফিনি˺, ওয়ারফা'নি আল্ল˺হু আকবার
২১		ছুবহা˺না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল˺হু আকবার
২৩		তাশাহহুদ

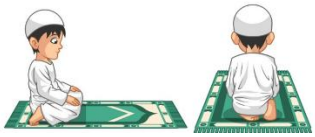

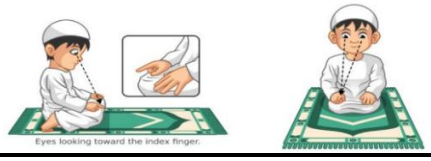

২৪	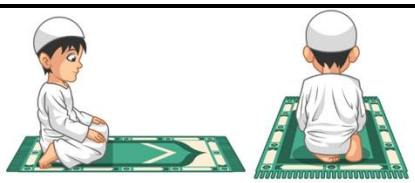	দরূদ দোয়া মাসুরা
২৫		সালাম (প্রথমে ডানে ও পরে বামে)

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ
نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ
اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط

আল্লা'হুম্মা ইন্না' নাছতাইয়িনুকা, ওয়া নাছতগ্বফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু য়ালাইকা, ওয়া নুছনীই য়ালাইকাল খইর, ওয়া নাসকুরুক, ওয়ালা' নাকফুরুকা, ওয়া নাখলাই'য়ু, ওয়া নাতরুকু মাই-ইয়াফজুরুকা। আল্লা'হুম্মা ইইয়্যা'কা না''বুদু, ওয়া লাকা নুসল্লী', ওয়া নাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাছ'য়া', ওয়া নাহফিদু, ওয়া নারজূ রহমাতা'কা, ওয়া নাখশা' য়াযা'বাকা, ইন্না য়াযা'বাকা বিল কুফ্ফা'রি মুলহিক।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমার প্রতি ঈমান রাখি, তোমার উপরই ভরসা করি, তোমারই ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা করি না। যারা তোমার অবাধ্যতা করে, আমরা তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! শুধু তোমারই ইবাদত করি, তোমার জন্যই নামাজ আদায় করি এবং সিজদা করি, আমরা তোমার দিকেই মনোযোগী হই, আমরা তৎপরতা সহকারে তোমার দিকে ধাবিত হই, আমরা তোমার রহমতের প্রত্যাশা করি এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফিরদের ঘেরাও করে ফেলবে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৬৯৬৫)

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিতরের নামায না আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা তা আদায় করতে ভুলে গেল সে যেন মনে হওয়ার সাথে সাথে অথবা ঘুম হতে উঠার সাথে সাথে তা আদায় করে নেয়।

(সহীহ। ইবনু মাজাহ– ১১৮৮)

তিন রাকাত বিতর নামাজের নিয়মঃ

ধাপ	চিত্র	পাঠ্য অংশ
১	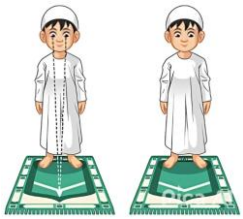	আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিতরের ৩ রাকাত ওয়াজিব নামাজ কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।
২		আল্লা'হু আকবার
৩		১। ছানা ২। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ৩। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ১। সূরা ফাতিহা ২। অন্য সূরা আল্লা'হু আকবার
৪		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা'মিদাহ
৫	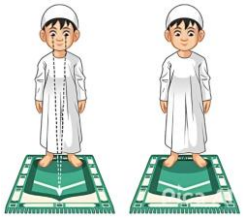	রব্বানা' ওয়া লাকাল হা'মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্লা'হু আকবার
৬		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্লা'হু আকবার

৭	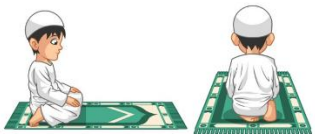	আল্লহুম্মাগ ফিরলি, ওয়ার হামনি, ওয়াজবুরনি, ওয়াহদিনি, ওয়ারযুক্বনি, ওয়া য়াফিনি, ওয়ারফা'নি আল্লাহু আকবার
৮		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্লাহু আকবার
৯		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লাহির-রহমানির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা আল্লাহু আকবার
১০		ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ
১১	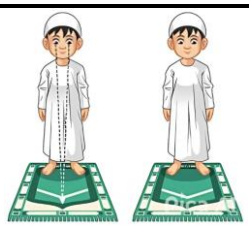	রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবারকান ফিইহি আল্লাহু আকবার
১২		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্লাহু আকবার
১৩	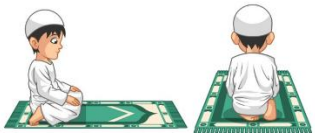	আল্লহুম্মাগ ফিরলি, ওয়ার হামনি, ওয়াজবুরনি, ওয়াহদিনি, ওয়ারযুক্বনি, ওয়া য়াফিনি, ওয়ারফা'নি আল্লাহু আকবার
১৪		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্লাহু আকবার

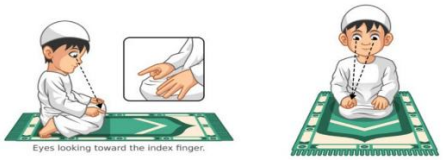

১৫		**তাশাহহুদ** আল্ল`হু আকবার
১৬		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা`হির-রহমা`নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা
১৭		আল্ল`হু আকবার
১৮		**দোয়া কুনুত** আল্ল`হু আকবার
১৯		ছুবহা`না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা`মিদাহ
২০		রব্বানা` ওয়া লাকাল হা`মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা`রকান ফিইহি আল্ল`হু আকবার
২১		ছুবহা`না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল`হু আকবার
২২		আল্লহুম্মাগ ফিরলি`, ওয়ার হা`মনি`, ওয়াজবুরনি`, ওয়াহদিনি`, ওয়ারযুক্বনি`, ওয়া য়া`ফিনি`, ওয়ারফা'নি আল্ল`হু আকবার

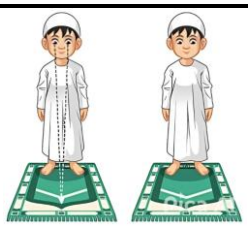

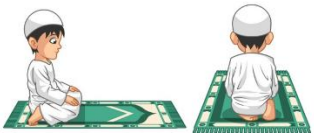

২৩		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
২৪	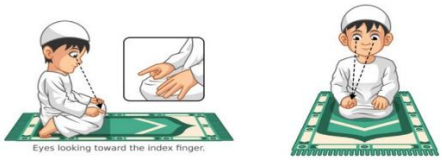	তাশাহহুদ
২৫	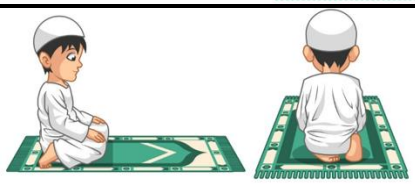	দরূদ দোয়া মাসুরা
২৬		সালাম (প্রথমে ডানে ও পরে বামে)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আমি একরাতে নবী (সা.) কাছে ছিলাম। তিনি শয্যাত্যাগ করলেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। এরপর উঠে বিতর পড়লেন। প্রথম রাকাতে ফাতিহার পর সুরা আলা পাঠ করলেন। এরপর রুকু ও সেজদা করলেন। দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহা ও কাফিরুন পাঠ করলেন এবং রুকু-সেজদা করলেন। তৃতীয় রাকাতে ফাতিহা ও ইখলাস পাঠ করলেন। এরপর রুকুর আগে কুনুত পড়লেন।' **(কিতাবুল হুজ্জাহ ১/২০১; নাসবুর রায়াহ : ২/১২৪)**

দোয়া কুনুত পড়ার নিয়ম দোয়া কুনুত বিতর নামাজের তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে সুরা মেলানোর পর পাঠ করতে হয়।

জানাজা নামাজের নিয়মঃ

জানাজা নামাজের দোয়াঃ

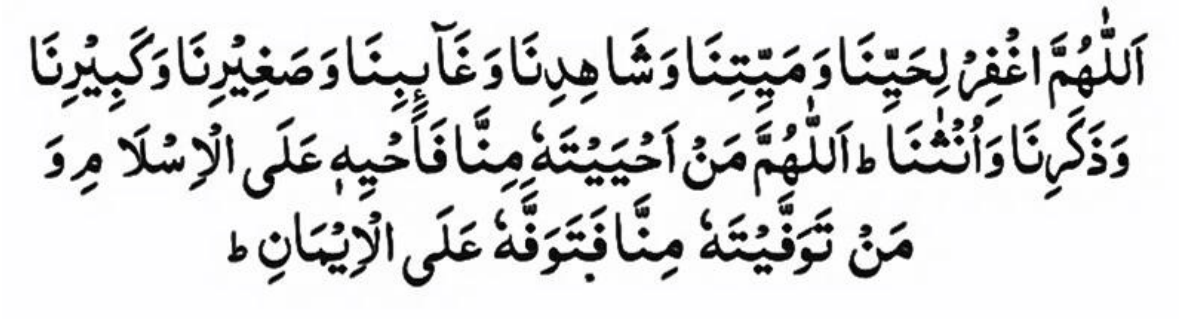
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا
وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ط اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ
مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ط

আল্লাহুম্মাগফিরলী হাই-ইনা ওয়া মাই-ইতিনা ওয়া সাহিদিনা ওয়া গ্ব-ই-বিনা ওয়া ছোগ্বিইরিনা ওয়া কাবিইরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা;
আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন-না ফাআহ-ইয়িহি য়ালাল ইছলাম ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন-না ফাতাও-ওয়াফফাহু য়ালাল ইইমান।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত এবং মৃতদের, উপস্থিত এবং গায়েবদের, ছোট ও বড়দের এবং আমাদের নারী-পুরুষ সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্য থেকে যাকে জীবিত রাখবেন, তাকে ইসলামের ওপরই জীবিত রাখুন। যাকে মৃত্যু দান করবেন, তাকে ইমানের সঙ্গেই মৃত্যু দিন। হে আল্লাহ! এর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং এরপর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।

(আবু দাউদ ৩২০১, তিরমিজি ১০২৪)

বিঃদ্রঃ প্রথম তাকবির ছাড়া হাত না ওঠানো। নামাজিদের কাতার তিন, পাঁচ, সাত এভাবে বিজোড় হওয়া। (সুনানে হাদিস: ৭২৩৮)

নামাজের ধাপসমূহঃ

ধাপ	চিত্র	পাঠ্য অংশ
১		নিয়তঃ আমি এই ঈমামের পেছনে ফরযে কিফায়া জানাজার নামাজ চার তাকবিরের সাথে কিবলামূখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।
২		**আল্লাহু আকবার**
৩		ছানাঃ ছুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানা-উকা ওয়া লা ইলাহা গইরুক **অর্থঃ** অর্থ: হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার। আপনি সব ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি হতে পবিত্র। আপনার নাম মঙ্গল ও বরকতপূর্ণ, আপনার মহত্ত্ব অতি বিরাট, আপনার প্রশংসা অতি মহত্ত্বপূর্ণ এবং একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। **আল্লাহু আকবার**
৪		দরূদ **আল্লাহু আকবার**
৫		জানাজা নামাজের দোয়া **আল্লাহু আকবার**

৬		আছছালা'মু য়ালাইকুম ওয়ারহ মাতুল্লাহ
৭		আছছালা'মু য়ালাইকুম ওয়ারহ মাতুল্লাহ

হাত বাঁধা অবস্থাতেই প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফেরাতে হবে। এরপর হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে—

১. যখন কোনো মুসলমানের সঙ্গে দেখা হয় তখন সালাম দেবে।

২. কোনো মুসলমান ডাকলে সাড়া দেবে।

৩. সে তোমার কাছে সত্ পরামর্শ চাইলে তুমি তাকে সত্ পরামর্শ দেবে।

৪. কোনো মুসলমানের হাঁচি এলে হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে।

৫. কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে।

৬. কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজায় শরিক হবে।

(মুসলিম, হাদিস: ২১৬২)

ঈদের নামাজের নিয়মঃ

ধাপ	চিত্র	পাঠ্য অংশ
১	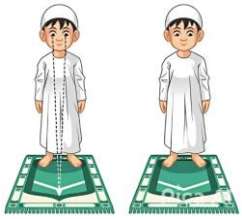	আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিবলামূখী হয়ে ঈদ-উল-ফিতর / ঈদ-উল-আযাহা এর দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে এই ঈমামের পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম।
২		আল্লাহু আকবার
৩		ছানা
৪		আল্লাহু আকবার
৫		আল্লাহু আকবার
৬		আল্লাহু আকবার

৭		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা আল্ল'হু আকবার
৮		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হা'মিদাহ
৯	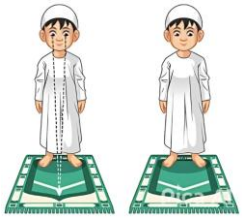	রব্বানা' ওয়া লাকাল হা'মদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্ল'হু আকবার
১০		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
১১	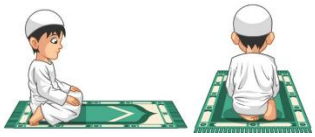	আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হা'মনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি আল্ল'হু আকবার
১২		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
১৩		১। আয়ুযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির-রযীম ২। বিছমিল্লা'হির-রহমা'নির রহীম ৩। সূরা ফাতিহা ৪। অন্য সূরা

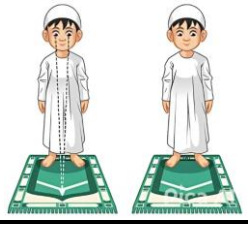

১৪		আল্ল'হু আকবার
১৫		আল্ল'হু আকবার
১৬		আল্ল'হু আকবার
১৭		আল্ল'হু আকবার
১৮		ছুবহানা রব্বিই-য়াল য়াজিই-ম (৩ বার) ছামিয়াল্লহু লিমান হামিদাহ
১৯		রব্বানা' ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাছিইরন তইয়্যিবান মুবা'রকান ফিইহি আল্ল'হু আকবার
২০		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
২১		আল্লহুম্মাগ ফিরলি', ওয়ার হামনি', ওয়াজবুরনি', ওয়াহদিনি', ওয়ারযুক্বনি', ওয়া য়া'ফিনি', ওয়ারফা'নি

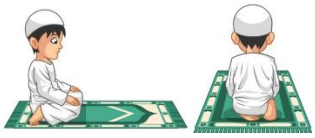

২২		ছুবহা'না রব্বিই-য়াল আ'লা (৩ বার) আল্ল'হু আকবার
২৩	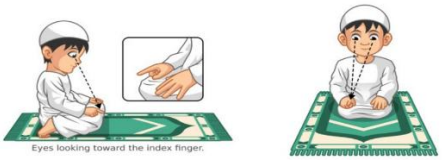	তাশাহহুদ
২৪	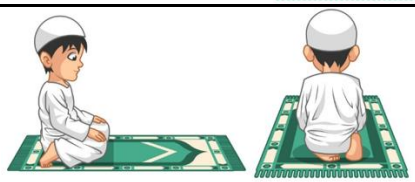	দরূদ ও দোয়া মাসুরা
২৫		সালাম (প্রথমে ডানে ও পরে বামে)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায (ঈদগাহে) জামাতের সাথে আদায় করতেন। **(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৯৫৭)**

নামাজের নিষিদ্ধ সময়

দিবারাত্রে পাঁচটি সময়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ; মহানবী (সাঃ) বলেন,

১। আসরের নামাজের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই এবং

২। ফজরের নামাজের পর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত আর কোন নামাজ নেই।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৪১ নং)*

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) আমাদেরকে তিন সময়ে নামাজ পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেনঃ

৩। ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত,

৪। সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং

৫। সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। *(মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, ইবনে মাজাহ্, সুনান, মিশকাত ১০৪০ নং)* যেহেতু এই সময়গুলিতে সাধারণত: কাফেররা সূর্যের পূজা করে থাকে তাই। *(মুসলিম, মিশকাত ১০৪২ নং)*

নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটি হল সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা কিছু সময়ে কিছু নামাজকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। **যেমন- জানাজা নামাজ।**

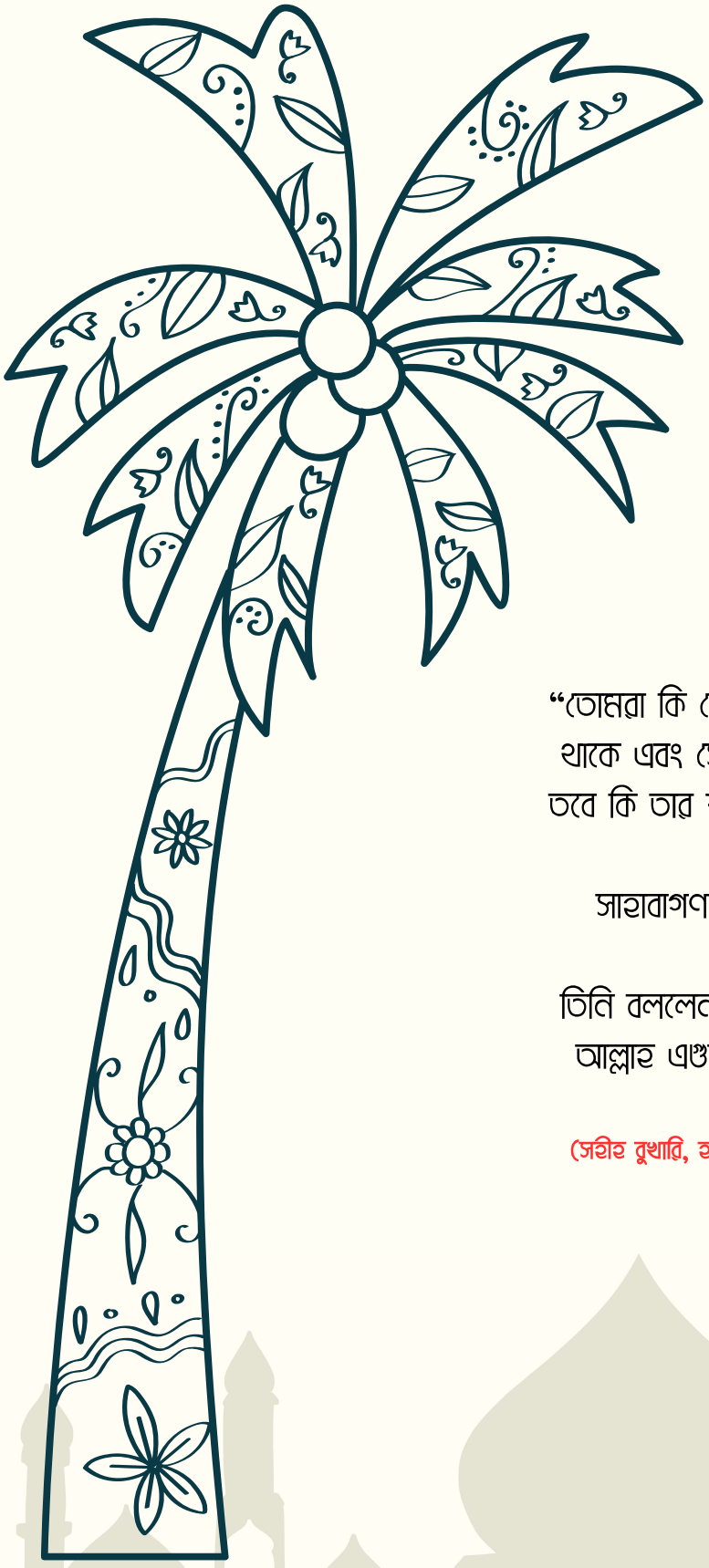

রাসূল ﷺ বলেছেন :
“তোমরা কি দেখ না, যদি কারো দরজার সামনে নদী থাকে এবং সে প্রতিদিন পাঁচবার তাতে গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে?”

সাহাবাগণ বললেন, “না, কিছুই থাকবে না।”

তিনি বললেন, “এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত; আল্লাহ এগুলোর মাধ্যমে গুনাহসমূহ মোচন করে দেন।”

(সহীহ বুখারি, হাদিস নং: ৫০৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ৬৬৭)